দৈনিক ইত্তেফাক

JUN 05 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

এইচএসসি পরীক্ষা

# দিঘলিয়ায় ১০ জন পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

দিঘলিয়া (খুলনা) থেকে সংবাদদাতা ।। দিঘলিয়া এমএ মজিদ কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির চরম দায়িত্বহীনতা ও অযোগ্যতার কারণে চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন মেধাবী পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আলহাজ্ব সারোয়ার খান ডিগ্রী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের উক্ত ১০ মেধাবী পরীক্ষার্থীকে ২৩ মে পদার্থ বিজ্ঞান

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

## এইচএসসি পরীক্ষা

(৯ম পৃঃ পর)

২য় পত্র (তত্ত্বীয়) পরীক্ষায় ২০০২ সালের (নতুন) প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে ১৯৯৯ সালের (পুরাতন) পাঠ্যসূচীর প্রশ্নপত্র দেয়া হয়। নিয়মিত ১০ পরীক্ষার্থীকে অনিয়মিতদের প্রশ্ন দেয়ায় তাদের পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে। এ ঘটনায় আলহাজ্ব সারোয়ার খান ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের পক্ষে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

জানা যায়, পরীক্ষা শুরুর পূর্বে দিঘলিয়া এম, এ, মজিদ কলেজ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মীর্জা নূরুজ্জামান হল সুপার প্রভাষক ফজলুর রহমান ও সহকারী হল সুপার প্রভাষক কিরন চন্দ্রের সামনে প্রশ্ন পত্র খোলেন। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা শুরুর পূর্বে বিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীকে দেয়ার জন্য পদাথ বিজ্ঞান ২য় পত্র (তত্ত্বীয়) বিষয়ের পুরনো সিলেবাসের ১০টি প্রশ্ন পত্র পাঠান। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ তারা এ বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জনালেও কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করে ঐ প্রশ্নেই তাদের পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন।

এদিকে এ অভিযোগ পাওয়ার পর দিঘলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনা তদন্ত করেন। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পেয়েছেন বলে তিনি জানান। দিঘলিয়া এমএ মজিদ কলেজ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মজিদ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মীর্জা নূরুজ্জামান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, অসাবধানতার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। আলহাজ্ব সারোয়ার খান ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জানান, আমি আশাকরি আমার ১০ জন ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সদয় দৃষ্টি দেবেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে নিয়মিত মামলা করারও প্রস্তুতি চলছে। তারা দিঘললিয়া এমএ মজিদ কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মীর্জা নূরুজ্জামান হল সুপার ফজলুর রহমান ও সহকারী হলসুপার কিরণ চন্দ্রের অপসারণ, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলে যাতে বিপর্যয় না ঘটে তার ব্যবস্থা করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানিয়েছেন।